প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **মুন্সীগঞ্জ**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৭টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ইদ্রাকপুর দুর্গ**		মুন্সিগঞ্জ সদর	২৩°৩২'৫০.৬"উ. ৯০°৩২'০২.৫"পূ.	আসাম গেজেট ০১ অক্টোবর, ১৯০৯	সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বাংলার মুঘল সুবেদার মীরজুমলা ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়। বাংলার প্রধান নদীগুলোতে মগ, পর্তুগিজ, হার্মাদ জলদস্যুদের দমন ও গতিবিধি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে ইছামতি নদীর তীরে এ জলদুর্গ নির্মিত। দুর্গটি আয়তাকার ভূমি নকশায় তৈরী এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত করা হয়। আয়তাকার দুর্গের চার কোণায় ৪টি বুরুজ রয়েছে। দেয়ালগুলোর উপর মারলন নকশা রয়েছে। দুর্গের পূর্ব দেয়ালের মাঝামাঝি পূর্বদিকে বাহিরে উদগত বিশাল উঁচু গোলাকার ড্রাম রয়েছে।
২.	**হরিশ চন্দ্রের দীঘি**		মুন্সিগঞ্জ সদর ইউনিয়ন: রামপাল	-	প্রজ্ঞাপন নম্বর: বিবিধ-১৫৩৬ ৩০ ডিসেম্বর, ১৯২০ (প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা-১১৩)	বিক্রমপুর চন্দ্র ও সেন বংশীয় নৃপতিদের রাজধানী ছিল। হরিশ চন্দ্রের দিঘী এ বিক্রমপুর এলাকায় অবস্থিত। এটি সম্ভবত ১১/১২ শতকে খনন করা হয়েছিল। বিক্রমপুর এলাকার মধ্যে বহু প্রাচীন দিঘী ও পুকুর রয়েছে। হরিশ চন্দ্রের দিঘী আয়তাকার উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩৫০ মিটার লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ২১০ মিটার প্রশস্ত।
৩.	**বাবা আদম শাহী মসজিদ**		**মুন্সিগঞ্জ সদর** ইউনিয়ন: রামপাল	২৩°৩৩'২৩.২"উ. ৯০°২৯'৪৭.০"পূ.	কলকাতা গেজেট ০৭ মার্চ ১৯২৯	মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর ৮৮৮ হিজরতে (১৪৮৩ খ্রি:) মসজিদটি নির্মাণ করেন। প্রখ্যাত সুফি দরবেশ বাবা আদম শহিদের নাম অনুসারে এর নামকরন করা হয়। ছয় গম্বুজবিশিষ্ট বাবা আদম মসজিদ আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। মসজিদের দেয়াল ২ মিটার প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে তিনটি পয়েন্টেড খিলানের মধ্যে তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে এবং পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব ও চার কোণে চারটি আটকোনাকৃতির বুরুজ বা মিনার রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**সোনারং মন্দির**		**টংগিবাড়ী**	২৩°৩১'২০.৮"উ. ৯০°২৭'৩৩.৩"পূ.	পাকিস্তান গেজেট ০৭ এপ্রিল, ১৯৬৭	এক মঞ্চের উপর দু'টি মন্দির পাশাপাশি দন্ডায়মান। মন্দির দু'টি উচু শিখর বিশিষ্ট। মন্দিরের সামনে বারান্দা রয়েছে। পাশাপাশি অবস্থিত মন্দির দু'টির পশ্চিম দিকেরটি তুলনামুলক বড় ও কালি মন্দির হিসেবে পরিচিত এবং পূর্বের ছোটটি শিব মন্দির হিসেবে পরিচিত। কালিমন্দিরটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এবং সামনে বারান্দা রয়েছে। কালি মন্দিরের পাশের শিব মন্দির বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। শিব মন্দিরের কেন্দ্রীয় শীর্ষ চূড়াসহ আরও ২ ধাপে চার কোণায় চারটি করে মোট আটটি চূড়া বা রত্ন আছে। এটি একটি নবরত্ন বিশিষ্ট শিব মন্দির।
৫.	**মীর কাদিম সেতু**		**টংগিবাড়ী** ইউ: আব্দুল্লাহপুর গ্রাম: পুলঘাটা	২৩°৩২'৫৩.২"উ. ৯০°২৮'৩৮.১"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এস/বি/১এ/৫৫০(৪)-কাল্ট ১৫ জুলাই, ১৯৭৭	পুরাতন এ সেতুটি মীর কাদিম খালের উপর নির্মিত। স্থানীয়রা এ পুল/সেতুটি সেন রাজা নির্মাণ করেন বলে দাবি করেন। কিন্তু স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরুপে মোঘল আমলের এবং সেতুটি ১৭ শতাব্দীর পূর্বের নয় বলে কেউ কেউ মত দেন। সেতুটি'র দৈর্ঘ্য ৫২.৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৬ মিটার। সেতুটিতে তিনটি খিলান রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় খিলানটি ৪.২৫ মিটার প্রশস্ত এবং পাশের দু'টি খিলান ২.১৭ মিটার প্রশস্ত।
৬.	**বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ি**	 	**শ্রীনগর** রাঢ়ীখাল	২৩°৩১'০৬.৪"উ. ৯০°১৫'০০.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২৪)	ভারতবর্ষের প্রথিত যশা বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈত্রিক বাড়িটি একতলা ভবন অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। ভবনটি স্থাপত্যিক কাঠামো ব্রিটিশ আমলের। উল্লেখ্য যে, জগদীশ চন্দ্র বসুকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান চর্চার জনক বলা হয়। অনেকে মনে করেন, তিনি বেতার যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক। যদিও বেতারের আবিষ্কারক হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন মার্কনি। কারণ হল- জগদীশ চন্দ্র বেতার আবিষ্কারকে নিজের নামে পেটেন্ট করেননি।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**নাটেশ্বর দেউল/ প্রত্নঢিবি**		**নাটেশ্বর, সোনারং, টংগিবাড়ি**	২৩°৩১'০৬.৪"উ. ৯০°১৫'০০.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ আগস্ট ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪৩)	নাটেশ্বর দেউল মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগিবাড়ী উপজেলার সোনারং ইউনিয়নে অবস্থিত। বিক্রমপুর একটি সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ। বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময় প্রত্নসাক্ষ্যসহ ইতিহাস পূর্ণগঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রামান্য উপাদান যেমন তাম্রলিপি, শিলালিপি, পাথর, ধাতব ও কাঠের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাপ্ত প্রত্নসূত্র থেকে নাটেশ্বর প্রত্নস্থানকে দশম-একাদশ শতকে নির্মিত বৃহৎ এবং সমৃদ্ধ স্তূপ কমপ্লেক্স হিসেবে মনে করা হচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ২৫.২ বর্গমিটার পরিমাপের বৃহৎ আকৃতির কেন্দ্রীয় অষ্টকোণাকৃতি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। কেন্দ্রীয় স্তূপের চারপাশে ১৮ বর্গমিটারের চারটি স্তূপ হলঘর আবিষ্কৃত হয়। প্রতিটি হলঘরে আবার ২.৫ বর্গমিটারের চারটি করে স্তূপ। অষ্টকোণাকৃতির স্তূপের কেন্দ্রে আবিষ্কৃত হয় ‘রেলিক চেম্বার’ নামের বিশেষ ধরণের স্থাপত্য। গবেষকদের ধারণা, নাটেশ্বর দেউলে উন্মোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ ৭৮০ থেকে ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালের বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত একটি নগরের ধ্বংসাবশেষকে নির্দেশ করে।